بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৪ আশ্বিন ১৪২৯
০৯ অক্টোবর ২০২২

বাণী

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহ'কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম ও ওফাতের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' তথা সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছিল 'সিরাজাম মুনিরা' তথা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তৎকালীন আরব সমাজের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। তাঁর আদর্শ ও বিচক্ষণতা বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে সংঘাত-সংঘর্ষ নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপর অবতীর্ণ করে জগতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারাবিশ্বে এ মহাগ্রন্থের মর্মার্থ ছড়িয়ে দেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকার, শ্রমের মর্যাদা এবং মনিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণ সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরকালীন দিশারী হয়ে থাকবে।

বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ' ছিল মহানবী (সাঃ) এর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট দলিল। এ দলিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন ঘোষণা রয়েছে। ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জীবনকে আলোকিত করুক, আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক, মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সাঃ) এর সুমহান আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন!

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
জন বিভাগ, প্রেস উইং
বঙ্গভবন, ঢাকা
www.bangabhaban.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী প্রচার ও প্রকাশে অনুসরণীয়

(১). মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গভবন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সকল কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত বাণী যথাযথ মর্যাদায় এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করা বঞ্চনীয়।

(২). পত্রিকায় প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী বামদিকে বিশেষ গুরুত্ব সহাকারে এবং স্পষ্ট ভাবে ছাপাতে হবে।

(৩). স্মরণিকায় প্রাকশিতব্য বাণীসমূহের মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণীর অবস্থান হবে সর্বপ্রথম (ডান পাশে) এবং তা কোনক্রমেই পেছনের পাতায় ছাপা যাবে না।

(৪). প্রদত্ত বাণীর কোনরূপ বাক্য, শব্দ সংযোজন, বিয়োজন বা কোন শব্দ পরিবর্তন করা যাবে না। মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর, ছবি ও মনোগ্রাম কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ বঙ্গভবন প্রেস উইং থেকে সরবরাহকৃত বাণী হুবহু ছাপাতে হবে।

(৫). সরবরাহকৃত বাণীতে কোনোরূপ ভুল চিহ্নিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে নিচে বর্ণিত বঙ্গভবন প্রেস উইংয়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং আলোচনা ব্যতিরেকে তা কোনোভাবে প্রচার/প্রকাশ বা ছাপানো যাবে না।

(৬). স্মরণিকা/বিশেষ ক্রোড়পত্রে বাণী প্রকাশের পর ০৫(পাঁচ) কপি বই মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব (সচিব), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, জন বিভাগ, প্রেস উইং, বঙ্গভবন ঢাকা ১২২২, ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

(৭). জরুরি প্রয়োজনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

কর্মকর্তাগণ	টেলিফোন, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল
মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব (সচিব)	অফিস: ০২-২২৬৬৩৮২২০ (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা) ফ্যাক্স: ০২-৪৭১২৪২২৩ ইমেইল: press.secy@bangabhaban.gov.bd
রাষ্টপতির উপ প্রেস সচিব	অফিস: ০২-২২৬৬৩৮২১৪ মোবাইল: ০১৫৫-০১৫০৬৭৮ ইমেইল: dps@bangabhaban.gov.bd
সহকারী প্রেস সচিব	অফিস: ০২-২২৬৬৩৮২২৫ মোবাইল: ০১৫৫-০১৫০৬৭৬ ইমেইল: amil_sust@yahoo.com

(৮). উপরোক্ত বিষয়গুলো আব্যশিকভাবে অনুসরণ ও অবগতির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব (সচিব)
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ আশ্বিন ১৪২৯
০৯ অক্টোবর ২০২২

বাণী

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্ম এবং ওফাতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল তথা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশ্ববাসী বিশেষত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহ্‌কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য 'রাহমাতুল্লিল আ'লামীন' তথা সারা জাহানের রহমত হিসেবে। নবী করিম (সা.)- কে বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)। মুহাম্মদ (সা.) এসেছিলেন তওহিদের মহান বাণী নিয়ে। সব ধরনের কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মানবসত্তার চিরমুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। বিশ্ববাসীকে তিনি মুক্তি ও শান্তির পথে আসার আহ্বান জানিয়ে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং সত্যের আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা দিক বিবেচনা করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন মানব ইতিহাসের প্রথম প্রশাসনিক সংবিধান 'মদিনা সনদ'। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর অনবদ্য ভূমিকার আরেকটি অনন্য স্মারক হুদায়বিয়ার সন্ধি। বাহ্যিক পরাজয়মূলক হওয়া সত্ত্বেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁর অমিত সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা তখনকার মানুষকে যেমন বিমুগ্ধ করে, তেমনি অনাগত মানুষদের জন্যও শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। মহানবী (সা.)- এর শান্তিপূর্ণ 'মক্কা বিজয়' মানব ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। কার্যত তিনি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ও বিনা ধ্বংসে মক্কা জয় করেন। শত অত্যাচার-নির্যাতন ও যুদ্ধ করে আজীবন যে জাতি নবী করিম (সা.)- কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, সেসব জাতি ও গোত্রকে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব দেখিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের দ্বারা মানুষের মন জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এমন নজির বিশ্বে দুর্লভ।

করোনা মহামারীসহ আজকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিশ্বে প্রিয়নবী (সা.)- এর অনুপম জীবনাদর্শ, তাঁর সর্বজনীন শিক্ষা ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে বলে আমি মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। তাই ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শিক্ষা সমগ্র মানব জাতির জন্য অনুসরণীয়।

আমি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)- এর এই দিনে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দান করুন- আমিন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা